পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
৯ম সংখ্যা, কামদা একাদশী,
৭ই মার্চ, ২০১৭ ।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গুরু-শিষ্য

(প্রথম পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে
'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

***** গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা** – প্রকৃতির প্রভাবে জড়-জাগতিক কর্মচক্রের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা অনুভব করি । তাই আমাদের সত্যদ্রষ্টা সদ্গুরুর শরণ নিতে হয় এবং তিনি আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করবার পথে পরিচালিত করেন। আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের জটিল সমস্যাগুলি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সদ্গুরুর শরণাপন্ন হবার উপদেশ সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে দেওয়া হয়েছে। জড়-জাগতিক ক্লেশ হচ্ছে দাবানলের মতো যা আপনা থেকেই জ্বলে উঠে, এই আগুন কেউ লাগায় না। ঠিক তেমনই, জগতের এমনই অবস্থা যে, জীবনের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা আপনা থেকেই আবির্ভূত হয়, এই প্রকার বিভ্রান্তি আমরা না চাইলেও। কেউ আগুন চায় না, তবুও আগুন জ্বলতে থাকে এবং তার ফলে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। বৈদিক সাহিত্য তাই উপদেশ দিচ্ছে যে, জীবনের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা সমাধানের জন্য এবং সেই সমাধানের বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য গুরু-পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন যে সদ্গুরু, তাঁর শরণাপন্ন হতে হবে। যে ব্যক্তি সদ্গুরু তিনি সর্ব বিষয়ে পারদর্শী। তাই, জড় জগতের মোহের দ্বারা আবদ্ধ না থেকে সদ্গুরুর শরণাপন্ন হওয়া উচিত। (গীতা ২.৭ তাৎপর্য)
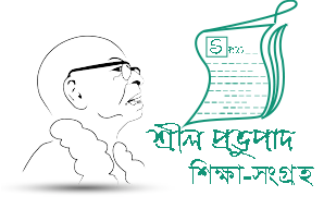
***** মানব-জীবনের পরম কর্তব্যকর্ম** – সদ্গুরুর সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভক্তিযোগের অনুশীলন করাই হচ্ছে মানব-জীবনের পরম কর্তব্যকর্ম। সদ্গুরু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুযোগ্য প্রতিনিধি। তিনি তাঁর শিষ্যের মনোভাব বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি তাকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন। তাই, সুষ্ঠভাবে ভক্তিযোগ সাধন করতে হলে ভগবানের প্রতিনিধি গুরুদেবের নির্দেশ শিরোধর্ম করে এবং তাঁর আদেশকে জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করে তা পালন করতে হবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীগুর্বষ্টকে বলেছেন-

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

"গুরুদেব সন্তুষ্ট হলে ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং গুরুদেবকে সন্তুষ্ট না করতে পারলে কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। তাই ত্রিসন্ধ্যায় আমি আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের কীর্তিসমূহ ধ্যান করি, স্তব করি এবং তাঁর শ্রীচরণারবিন্দর বন্দনা করি।"

দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে ভক্তের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় এবং তখন তিনি সর্বান্তঃকরণে ভগবানের সেবায় ব্রতী হন। এই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান জানলেই কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না- পূর্ণরূপে তার উপলব্ধি এবং আচরণ করার মাধ্যমেই কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়। যে মানুষের মন চঞ্চল ও বুদ্ধি অপরিণত, তার পক্ষে ভগবদ্ভক্তি সাধন করা সম্ভব নয়। কারণ, সে সকাম কর্মের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত থাকার ফলে সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তির মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। (গীতা ২.৪১ তাৎপর্য)

***** সদ্গুরু কে ?** – অর্জুন যদিও তাঁর মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসে ধর্মগত ও নীতিগত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, কিন্তু তবুও যেন তিনি তাঁর গুরু শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য ছাড়া তাঁর প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন, যে সমস্যা তাঁর সমস্ত সত্তাকে দগ্ধ করছিল, তাঁর তথাকথিত জ্ঞানের সাহায্যে তিনি সেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। কেতাবী বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, উচ্চপদ আদি জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান কখনই করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের মতো গুরুর কৃপার ফলেই কেবল সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। তাই, সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যে গুরু সর্বতোভাবে কৃষ্ণচেতনার অমৃত আস্বাদন করেছেন, তিনিই হচ্ছেন সদ্গুরু, কেন না তিনিই কেবল পারেন মানব-জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, তিনি ব্রাহ্মণই হন বা শূদ্রই হন, তিনিই কেবল পারেন গুরু হতে।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮)

সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী না হলে সদ্গুরু হওয়া কখনই সম্ভব নয়। বৈদিক শাস্ত্রেও বলা হয়েছে-

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥

"সমস্ত বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হন, অথবা যদি তিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা না হন, তবে তিনি গুরু হবার যোগ্য নন। কিন্তু যদি নীচকুলোদ্ভুত চণ্ডাল কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বৈষ্ণব হন, তবে তিনি গুরু হতে পারেন।" (পদ্ম পুরাণ) (গীতা ২.৮ তাৎপর্য)

***** শান্তি লাভের একমাত্র উপায়** – জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি- এই চতুর্বিধ সমস্যা জড় অস্তিত্বকে সর্বদাই জর্জরিত করছে এবং ধনৈশ্বর্যের সঞ্চয় অথবা অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে কখনই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অনেক দেশ সব রকমের জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত দেশ চরম অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করে ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে জড় জীবনের যে সমস্ত সমস্যা তা কোন অংশেই লাঘব হয়নি। নানাভাবে তারা শান্তি পাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ শান্তি লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করা, অর্থাৎ ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ গ্রহণ করা, অথবা শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ প্রতিনিধি সদ্গুরুর শরণ গ্রহণ করা। (গীতা ২.৮ তাৎপর্য)

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদ্গীতা ২.১১ – ৪ঠা মার্চ, ১৯৬৬, নিউয়র্ক।

(গত সংখ্যার পর...)
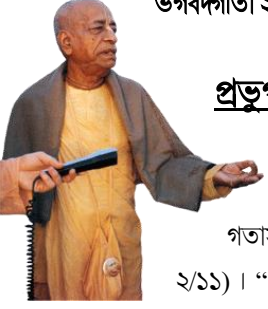
প্রভুপাদঃ সকল জিজ্ঞাসা, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন, সকল জিজ্ঞাসার সমাধান একটি শ্লোকের মধ্যে দেওয়া হয়েছে । বোঝা গেল ? গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ (ভ.গী-২/১১)। "প্রকৃতপক্ষে যে জ্ঞানী, তিনি না, তার এই দেহ সম্পর্কে কোন চিন্তা নেই। তিনি আত্মার ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন। তাই তুমি অনেক বিষয়ে বলতে চাচ্ছ যে 'যদি এই, আমার বন্ধু, মৃত্যু, এই, আমি বলতে চাইছি, তাদের পত্নীরা বিধবা হয়ে যাবে।' এই সব দেহাত্ম সম্বন্ধ অনুসারে, তুমি কথা বলছ। এবং তুমি নিজে একজন খুব বিজ্ঞের মতো উপস্থাপন করছ, কিন্তু তুমি একজন মহামূর্খ কারণ তোমার সমস্ত ধারণা দেহ কেন্দ্রিক। আমার সাথে কথোপকথনে তোমার সম্পূর্ণ ধারণা দেহের উপর ছিল, কিন্তু তুমি, তুমি নিজেকে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করছ।" তাই যিনি এই দেহকেন্দ্রিক ধারণা পোষন করছেন, তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি নন। তিনি একজন মূর্খ। তিনি হতে পারেন, একাডেমিক শিক্ষা অনুযায়ী, তিনি হতে পারেন বি.এ., এম.এ., পি এইচ.ডি., ডিএসি, অথবা এমন কিছু, ডাক্তার এবং..., কিন্তু যদি সে এই দেহাত্মবুদ্ধি পোষন করে, শ্রীমদ্ভগবদ গীতা অনুসারে সে জ্ঞানী ব্যক্তি নয়। শুধুমাত্র ... অনুসারে না, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে। এটিই হচ্ছে প্রথম নির্দেশ। এটি হচ্ছে... যদি আমরা পারমার্থিক জ্ঞানের অগ্রগতির প্রতি উন্নতি করতে চাই, এই প্রাথমিক জ্ঞান আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে, যে "আমি এই দেহ নই। আমি এই দেহ নই।" এটি হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের প্রথম ভিত্তি। এটা অগ্রগতি নয়। এটি কেবল প্রাথমিক জ্ঞান (এ-বি-সি-ডি), পারমার্থিক জীবনের প্রাথমিক জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবতমে এই সম্পর্কিত খুব চমৎকার একটি শ্লোক যা বর্ণনা করা হয়েছে, যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রি-ধাতুকে স্ব-ধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্য-ধীঃ (ভাঃ ১০.৮৪.১৩)। যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রি-ধাতুকে। কুণপে অর্থ এই থলে, এই থলেটি তিনটি উপাদান দিয়ে তৈরি। এখন, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী, এই দেহ তিনটি উপাদান দিয়ে তৈরি - কফ, পিত্ত, বায়ু।

স্ত্রীলোকঃ তিনটি উপাদান?

প্রভুপাদঃ হ্যা। কফ। কফ অর্থ ঠাণ্ডা, শীতলতা।

স্ত্রীলোকঃ প্রচলিত।

প্রভুপাদঃ কফ, কফ, আপনি কফকে কি বলবেন? কাশি। হ্যা। কফ, পিত্ত, বায়ুঃ "শীতলতা, তাপ এবং বায়ু।" হ্যা। কেবল এই তিনটি জিনিস এই দেহকে গঠন করে। তাই এটিকে একটি থলে বলা হয় যা তিনটি উপাদান দিয়ে তৈরি – শীতলতা, বায়ু এবং অগ্নি, তাপ। তাপ, শীতলতা এবং বায়ু- এই দিয়ে দেহ তৈরি হয়।

স্ত্রীলোকঃ কি, শীতলতা অর্থ কি ?

প্রভুপাদঃ শীতলতা, আপনি এটি জলের জন্য গ্রহণ করতে পারেন, বা এটি জলের একটি প্রক্রিয়া।

স্ত্রীলোকঃ জল।

প্রভুপাদঃ হ্যা।

স্ত্রীলোকঃ হ্যা। জল, অগ্নি এবং বায়ু।

প্রভুপাদঃ জল, অগ্নি এবং বায়ু।

স্ত্রীলোকঃ এটা ভাল।

প্রভুপাদঃ এখন, শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রি-ধাতুকে (ভাঃ ১০.৮৪.১৩) "যদি কেউ, জল, বায়ু এবং অগ্নি দিয়ে তৈরি এই দেহে আত্মবুদ্ধি করেন..." এবং যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রি-ধাতুকে। এই দেহ তিনটি জিনিস দিয়ে তৈরি। এখন... এবং স্ব-ধীঃ কলত্রাদিষু - "এবং যদি কেউ বিষয়ের চিন্তা করেন, এই দেহজাত ব্যক্তিদেরকে তার নিজ আত্মীয় বলে মনে করে..." ঠিক এরকম আমার সন্তান, আমার স্ত্রী, আমার আত্মীয়, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভাই, আমার জাতি, আমার সমাজের মত- সবকিছু এই দেহগত কারণে। এবং এখানে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় হাজার হাজার স্ত্রীলোক হাঁটতে দেখা যায়, এবং মনে করো আমি ..., তোমার সাথে দেহাত্মিক সম্পর্কে, আমি তোমাকে আমার স্ত্রী বলছি। যে কারণে আমি তোমার সাথে দেহাত্মিক সম্পর্ক প্রাপ্ত হয়েছি, সব সন্তান তোমার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, তারা আমার সন্তান। বোঝা গেল? তাই সমস্ত চিন্তা হচ্ছে...এই মূল ভ্রান্ত নীতি যে "আমি এই দেহ।" এখন, দেহের বিস্তৃতি, সম্পূর্ণ বিষয়, সম্পূর্ণ বিষয়টাই ভ্রান্ত। কারণ আমি এই দেহ নই, তাই আমার দেহের বিস্তার মানে আমি নই। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব এই ভ্রান্ত ধারণার উপর চলছে। সমগ্র বিশ্ব এর উপর চলছে। যুদ্ধ, একটি জাতি অন্য আরেকটি জাতির সাথে যুদ্ধ করছে- কারণ এই দেহের কারণে। তাই যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রি-ধাতুকে (ভাঃ ১০.৮৪.১৩)। "যে এই দেহে আত্মবুদ্ধি করছে, যেটি তৈরি হয় জল, অগ্নি এবং, জল, অগ্নি এবং বায়ু তৈরি হয়, এবং এই দেহ থেকে জাত ব্যক্তিদের আত্মীয় বলে মনে করছে", যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রি-ধা... স্ব-ধীঃ কলত্রাদিষু "এবং", আমি বলতে চাইছি, "আসক্তি, এমন বিষয়ের জন্য আসক্তি..." এবং ভৌম ইজ্য-ধীঃ "এবং সেই ভূমি যেখান থেকে এই দেহ বেড়ে ওঠে, যা পূজনীয়।" এখন সবাই ভূমির জন্য যুদ্ধ করছেন। "ওহ, আমরা ভারতীয়।" "আমরা পাকিস্তানী।" "আমরা ভিয়েতনামী।" "আমরা আমেরিকান।" "আমরা জার্মানি।" যুদ্ধ, অনেক বেশি যুদ্ধ চলছে। দেশ, দেশের জন্য। তাই দেশ, দেশ পূজায় পরিণত হয়েছে, তাই কেউ তার মূল্যবান জীবন ঐ দেশের জন্য ত্যাগ করবে যা পূজনীয়। বোঝা গেল? কিন্তু দেশ এত প্রিয়, কেন? এই দেশে এই দেহ বেড়ে ওঠে। তাই যা এখানেও রয়েছে, দেহাত্মিক সংযোগ।

তাই যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রি-ধাতুকে স্ব-ধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্য-ধীঃ (ভাঃ ১০.৮৪.১৩)। দেশে...ভগবানের জন্য তাদের কাছে কোন মূল্য নেই। এখন, রাশিয়ান দর্শন মতে, তাদের কাছে ভগবানের কোন অর্থ নেই, কিন্তু তাদের সকল মূল্য দেশের জন্য। তাই দেশকে উপাস্য হিসাবে গন্য করা হয়। এবং তারা দেশের জন্য যে কোন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাই যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রি-ধাতুকে - "যে এই দেহে আত্মবুদ্ধি করে এবং যে মনে করে দেহাত্মিক শাখা প্রশাখা সরূপ তার আত্মীয় পরিজন, এবং দেশ যেখানে দেহ মত বেড়ে উঠেছে, তা হচ্ছে উপাস্য" যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

এই ই-পত্রিকা পেতে লিখুন – spss.ekadashi@gmail.com
ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ
What's app - +918007208121